আশা ভোঁসলে

সংকলক: সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়

আশা ভোঁসলে সরস্বতী লতা মঙ্গেশকরের সেজ বোন। তাঁদের কোন ইন্ট্রোডাকশন পৃথিবীর কোন জায়গায় লাগে না। তবু বঙ্গদর্শনের গায়ক/গায়িকা বিভাগে আশাদেবীর গানের তালিকার সঙ্গে একটি ছোট্ট জীবনী জুড়ে পরিবেশন করার দায়িত্ব নিয়ে আমরা সংক্ষেপে এই বহুবিচিত্র অনন্য প্রতিভার অধিকারিণী প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্গীতজ্ঞকে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে লেখা শুরু করছি।

সংক্ষিপ্ত এই জীবনীতে তথ্যাবলী প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে ভুল থাকলে তা এখানেও আছে। তবে মহাপুরুষের জীবনীতে আমরা ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই না। দিদি সুধাকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরের জন্ম হয়েছিল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মামার বাড়ী ইন্দোরে। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় হেমা। আশার পিতা দীননাথ মঙ্গেশকর নাট্য সঙ্গীতের একজন খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন। তাঁর নিজের নাটক বা যাত্রার দল ছিল। দলের নাম বলবন্ত সঙ্গীত নাটক মণ্ডল। বাঙালী যাত্রাদলের তুলনায় মারাঠী নাটকের দল অনেক বেশী সঙ্গীত নির্ভর। প্রায় মিউজিক্যাল প্লে। গানের ঘরানাও শাস্ত্রীয়। খুব বেশী আয় করতে না পারলেও নাটকের দলের আয়ে দীননাথ সচ্ছল ভাবেই সংসার চালাতে পারতেন। তাঁর ও তাঁর পরিবারের জীবন ছিল সঙ্গীতময়। গানের চর্চা, অর্থাৎ গান বাঁধা, সুর করা, রিহার্সাল এই সব নিয়েই দীননাথের জীবন। সহযোগীদের সঙ্গে তাঁর কন্যারাও শিশুদের রোল করতে গিয়ে এই সঙ্গীতযাত্রায় যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মায়ের নাম সেবন্তী বা সুধামতী, যদিও সবাই তাঁকে মাই মঙ্গেশকর বলেই জানত। মাষ্টার দীননাথ মঙ্গেশকরের দ্বিতীয় পত্নী হলেন সেবন্তী। তাঁদের বাড়ী ছিল মহারাষ্ট্রের সাঙলী রাজ্যে। দীননাথ ছিলেন গোমন্তক বা গোমন্তক মারাঠা। তাঁদের আদি বাড়ী গোয়ার মঙ্গেশী গ্রামে। দীননাথের পদবী ছিল হার্ডিকর। অনেকের মতই তিনি এক সময় গ্রামের নামে নিজের পদবী মঙ্গেশকর লিখতে শুরু করেন। কিছুটা বড় হওয়ার পর লতার বাবা মা তাঁর নাম পরিবর্তন করে লতা রাখেন। অনেকের মতে দীননাথের ভববন্ধন নাটকের লতিকা নামের চরিত্র এই নামকরণের অনুপ্রেরণা যোগায়। মাষ্টার দীননাথ ও সেবন্তীর আরও চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা হলেন, মীনা, আশা, উষা নামের তিন কন্যা ও একমাত্র পুত্র হৃদয়নাথ। এঁরা প্রত্যেকেই সুপরিচিত। আশা বোধ হয় জনপ্রিয়তায় দিদিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। মীনার জন্ম ১৯৩১ সালে। আশার জন্ম ১৯৩৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর। পরের বোন ঊষা দু বছরের ছোট। ঊষার থেকে দু বছরের ছোট একমাত্র ভাই হৃদয়নাথ।

জগত বিখ্যাত মঙ্গেশকর পদবী সম্বন্ধে দু-চার কথা বলার লোভ সামলানো শক্ত। গোমন্তক বা গোয়ান হিন্দু সমাজের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ সমাজ। এরা গৌড়দেশের অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গের লোক। এদেরই একটি দল ত্রিহুত বা ত্রিহোত্রপুর থেকে এই শিবলিঙ্গ যা মণিগিরীশ নামে পরিচিত ছিল তাকে ডাবোলিমের কাছে জুয়ারী নদীর তীরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্থাপনা করেন ছয় সাত শতাব্দী আগে। পরে পর্তুগীজরা সকলকে ধরে ধরে খ্রীষ্টান করতে আরম্ভ করল। হিন্দু দেবালয় সব ধ্বংস করল। দেবতাকে রক্ষা করতে ওই ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী পণ্ডার কাছে একটি স্থানে ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন স্থানীয় --- রাজাদের আনকূল্যে। পরে মন্দিরের বিস্তার হয়েছে। মারাঠা রাজত্বে মন্দির অনেক বড় করে পুনর্ণির্মাণ হয়। আরও দুবার মন্দিরের বিস্তার ও শোভাবর্ধনের কাজ করা হয়েছে। বিশাল মন্দিরটি অতীব সুন্দর। নানাবিধ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম নিত্যসেবায় এবং সমস্ত হিন্দু পর্বের সময় করা হয়ে থাকে। কথিত আছে যে ত্রিহুতের মণিগিরীশ শিব ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন ভাগীরথী তীরে মুংগের শহরের কাছে মণিগিরি পাহাড়ে। তাই তার নাম মণিগিরীশ। সারস্বত ব্রাহ্মণরা সেটিকে ত্রিহুতে প্রতিষ্ঠা করেন। সারস্বত ব্রাহ্মণরা গোয়ার পণ্ডার কাছে যেখানে মন্দির স্থাপনা করে বসবাস আরম্ভ করলেন তারও নাম হল দেবতার নামে মণিগিরীশ। মুখে মুখে এই নাম মঙ্গেশ বা মঙ্গেশী হয়ে যায়। গোয়ানিজ স্টাইলে অনেকে বলেন মঙ্গেসিম। এই দেবতার কৃপায় জন্ম লতা আশা উষা হৃদয়নাথের। তাঁদের নামের মধ্য দিয়ে দেবতার মহিমা সারা জগতে প্রচারিত হয়েছে।

লতা মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই বাবার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। মারাঠী নাট্য সঙ্গীত প্রায় সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রীয়সঙ্গীত নির্ভর। ফলে অতি অল্প বয়সেই লতার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়। মাঝে মাঝে লতা বাবার সঙ্গীত নাট্য বা যাত্রাগুলিতে অভিনয় ও গান করতে থাকেন। লতার বিদ্যালয় শিক্ষা বা ফর্মাল এডুকেশন বিশেষ হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝেই ছেদ পড়ত। বাবার নাটকদল ছিল ভ্রাম্যমান যাত্রা পার্টি। শোলাপুর সাঙলী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দলটি ঘুরে বেড়াত। তা ছাড়া দীননাথ স্থান পরিবর্তনও করেন দু-একবার। কেউ কেউ বলেন বোন আশাকে মানুষ করার সময় সব সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। এমনকি স্কুলেও নিয়ে যেতেন। এতে আপত্তি ওঠায় স্কুল ছেড়ে দেন। অন্য মত হল গান গাইতে আপত্তি করা হত বলে লতা স্কুল ছেড়ে দেন। তবে ছেড়ে দেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে বাবার সঙ্গীত নাটকে অভিনয় ও গান করার কাজে যুক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম উল্লেখযোগ্য মঞ্চ অভিনয় মাত্র নয় বৎসর বয়সে কোলাপুরের নূতন থিয়েটারে। বাবা মার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ হয়েছিল লতার। সেই সময়ের নাট্য সঙ্গীতের প্রায় সব শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ও কিছুটা ভাব আদানপ্রদানের সুযোগও তাঁর ঘটেছিল। বোন আশার বোঝার বুদ্ধি না হলেও শিশুটি দিদির প্রাথমিক তালিমের সর্বসময়ের সাক্ষী।

এই সময়ের একটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন মহারাষ্ট্রের সঙ্গীত নাটকের দলগুলির উপর সর্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছিল। আশার জন্মের কিছু আগে ভারতে প্রথম টকি বা সাউণ্ডট্র্যাকযুক্ত সিনেমা তৈরী হয়। আগামী পাঁচ বছরে সব চলচ্চিত্রই টকি হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের রুচিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল রাতারাতি। সঙ্গীত নাটকের দলগুলি প্রায় অচ্ছুত হয়ে গেল। একে একে সব বন্ধ হতে লাগল। কালের প্রভাব এড়াতে পারল না মাষ্টার দীননাথের বলবন্ত সঙ্গীত নাটক মণ্ডল। এটিও বন্ধ হয়ে গেল ১৯৩৪-৩৫ সালে। ভ্রাম্যমান নাটকের দলের যাযাবর জীবন থেকে এই প্রথম স্থির হয়ে বসলেন মঙ্গেশকর পরিবার। বাসা বাঁধলেন দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের সাঙলিতে। জীবিকার সন্ধানে দীননাথ টকি সিনেমার নূতন মাধ্যমকে ব্যবসায়িক কাজে লাগাবেন বলে স্থির করলেন। নাটক দলের মত পার্টনার নিয়ে ফিল্ম কোম্পানী তৈরী করলেন মাষ্টার দীননাথ। তাঁর তৈরী তিনটি মারাঠী ছবিই প্রকৃতপক্ষে যাত্রার রীল ভার্সন ছিল। ফলে সব কটি ফ্লপ করে। একটি মাত্র হিন্দী ছবি করেছিলেন দীননাথ তাও ফেল। আশার জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যেই দীননাথ ঋণের দায়ে দেউলিয়া হয়ে গেলেন। উত্তমর্ণদের ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। দীননাথ মদের নেশায় পড়ে গেলেন। স্বাস্থের দ্রুত অবনতি হতে থাকলো

লতা-আশার জীবনে প্রথম দুর্ভাগ্য নেমে আসে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। প্লুরিসি রোগে মাষ্টার দীননাথের মৃত্যু পরিবারটিকে অকূল পাথারে ফেলে দেয়। দিশাহারা লতা সেই সময় বাবার বিশিষ্ট বন্ধু "নবযুগ চিত্রপট মুভি কোম্পানী" র মালিক মাষ্টার বিনায়ক (বিনায়ক দামোদর কর্ণাটকী) এর সাহায্যে সংসার চালনার দায়িত্ব নিলেন। মাষ্টার বিনায়ক পরিবারটির দায়িত্ব নিয়ে বন্ধুকৃত্য সম্পন্ন করেন। তিনিই লতাকে চলচ্চিত্রে অভিনয় ও গানের সুযোগ করে দেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দেই সদাশিব রাও নর্ভেকরের নির্দেশনায় বসন্ত জোগলেকর পরিচালিত মারাঠী ছবি "কিতি হাসল" (১৯৪২) প্রথম গান করেন। গানটি ছিল "নাচুঁ ইয়া গাডে খেলুঁ সারি মানি হৌস ভারী"। এই গানটি বাদ দিয়েই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। তবে লতাকে বেশী অপেক্ষা করতে হয়নি। মাষ্টার বিনায়ক তাঁকে নবযুগ চিত্রপটের "পহিলি মঙ্গল গৌড়" সিনেমায় একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। এই ছবিতে লতা দাদা চণ্ডেকরের (মতান্তরে দত্তা দাভ্জেকর) নির্দেশনায় "নাটলি চৈত্রচি নবলাই" গানটি করেন। এই গানে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন স্নেহপ্রভা প্রধান। এক বৎসরের মধ্যেই সিনেমায় তাঁর প্রথম হিন্দী গান "মাতা এক সপুত কি দুনিয়া বদল দে" গানটি গাওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। সিনেমার নাম "গজাভাউ"। এটি একটি মারাঠী চলচ্চিত্র। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মাষ্টার বিনায়ক বোম্বাই চলে আসেন দলবল সহ। বোম্বাই তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল। সঙ্গে তিনি বন্ধুর পরিবারকেও নিয়ে এলেন।

লতা বোম্বাই নিবাসী হলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এখানেই তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করছেন তিনি। বার বছরের আশাও দিদিকে অনুসরণ করে একই ক্ষেত্রে সুযোগের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। প্রথম দিকে তাঁরা গ্রাণ্ট রোডের কাছে নানা চকে দু কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতেন। আটজন লোক, দুটি ঘর। কিশোরী লতা ব্রেড আর্ণার। নানা চকের ২৫ টাকা ভাড়ার ২ কামরার ফ্ল্যাট থেকেই উঠে এসেছে হিন্দী গানের এক নম্বর ও দু নম্বর গায়িকা। লতা তখন লোক্যাল ট্রেণে যাতায়াত করতেন। অন্য অনেকেই করতেন। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বালকেশ্বরে একটি বাড়ী লিজ নিয়ে বা কিনে সেখানে চলে যান ১৯৫০ বা ১৯৫১ সালে। তারপর ১৯৬০ সাল থেকে পেডার রোডে “প্রভু কুঞ্জ”। পাশাপাশি ফ্ল্যাট দুই বোনের। গত পঞ্চাশ বছর এই তাঁদের ঠিকানা।

বাবার মৃত্যুর মাত্র ছয় বৎসর পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাষ্টার বিনায়কের মৃত্যু লতা-আশার জীবনে দ্বিতীয় বড় আঘাত। কিন্ত প্রতিভাময়ী লতার তখন সঙ্গীত জগতে একটা পরিচিতি এসে গেছে। সঙ্গীত পরিচালক গুলাম হায়দার লতাকে আদর করে ডেকে নিলেন। তিনি তাঁকে গায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিলেন। গুলাম হায়দার লতাকে বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালক "শশধর মুখার্জী"র কাছে নিয়ে গেলেন, তাঁর নির্ণীয়মান "শহীদ" ছবিতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শশধর লতার গলা খুব তীক্ষ্ণ বা হালকা বলে তাঁকে সুযোগ দিলেন না। বিরক্ত হয়ে গুলাম হায়দার বলেছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালকেরা গান গাওয়ার জন্য লতার পায়ে ধরবে। গুলাম হায়দার নিজে লতাকে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় "মজবুর"(১৯৪৮) ছবিতে "দিল মেরা তোড়া" গানটি গাওয়ান। এইটি লতার প্রথম বড় সুযোগ। লতা পৌঁছে গেলেন পেশাদার প্লেব্যাক গায়িকাদের স্তরে। বোন আশা প্রায় লতার সঙ্গে সঙ্গেই গানের জগতে ঢুকে পড়েছিলেন। আশা অনেকবার বলেছেন, দিদির সমর্থন পেলে তাঁর হয়ত প্রতিষ্ঠিত হতে কম সময় লাগত। তবে এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণটি হল, বাড়ীর অমতে আশার বিবাহ। লতার নিজ-সহায়ক ৩১ বছর বয়সী গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে ১৬ বছরের আশা পালিয়ে বিয়ে করেন। বছর কয়েক অসুখী বিবাহিত জীবন কাটিয়ে যদিও লতা মায়ের কাছে ফিরে আসেন, তবুও লতার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে কয়েক দশক লেগেছিল। ১৯৫০ এর দশকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লতা, প্রথম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেন তাঁর সহোদরা আশার কাছ থেকে। গীতা দত্ত, সুরাইয়া, সমসাদ বেগমরাও ছিলেন তবে আশার মত নয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শচীনদেব বর্মণ এর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন লতা, এর পর টানা পাঁচ বছর লতা শচীনদেবের ছবিতে গান করেননি। এই সুযোগে আশা তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটান। যে যাদু পরের চার পাঁচ দশক শ্রোতাদের মোহিত করে রেখেছিল। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও লতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। এই ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি কখনও কিছু বলতেন না। যদিও অনেক পরে দু একটি কথা শোনা গেছে। এও শোনা গেছে যে লতা শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে স্বীকার করে নিজেকে মানববন্ধনের বাইরে রেখেছেন। হয়তো আশার চলে যাওয়ার পরে পরিবারকে পালনের দায়িত্ব একা নিতে গিয়ে লতা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যয় করে ফেলেছিলেন। তবে আশাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে লতার ভূমিকাকে ছোট করে দেখলে চলবে না। আশা লতার কম্পিটিশন নিয়ে হাজার কথা বা লেখালেখি হলেও এ ব্যাপারে আশার বক্তব্য একেবারে পরিষ্কার। পঞ্চাশোর্ধ আশা এক ইণ্টারভিউতে বলেছিলেন দিদি আমার থেকে চার বছরের বড়। মায়ের মত। আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। লতার বক্তব্য আশাকে নিয়ে তিনি সারাজীবনই চিন্তায় কাটিয়েছেন। অর্থাৎ আশা একটি জলজ্যান্ত প্রবলেম চাইল্ড। তাকে ডিস-ওন করার কথা কখনও ভাবেননি লতা। বিপথে না যায় তাই তাঁর চিন্তা।

আশার বিবাহ কোন মতেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেকালে ওই বয়সে অধিকাংশ মেয়েরই বিয়ে হতো। স্বামী স্ত্রীর বয়সের পার্থক্যটা বেশী ঠিকই তবে একেবার আউট অফ রেঞ্জ নয়। বিয়ের কথায় অনেক কথা বলা যাবে। আগে কিশোরী আশার গুণের কথা কিছু বলা যাক। দিদির কোলে পিঠে মানুষ আশাকে আলাদা করে কিছু শেখাতে হয়নি। বলা চলে আশা হলেন লতার বাইপ্রডাক্ট। অন্ততঃ কৈশোর কালের শুরুতে সেটাই ছিল অবস্থা। বয়সে চার বছরের ছোট হলেও আশা দিদির

প্রথম সিনেমায় গান করার এক বছর পরেই মারাঠী ছবি "মাঝা বাই" তে "চলা চলা নব বালা" গানটি রেকর্ড করেন ১৯৪৩ সালে। তাঁর বয়স তখন দশ বছর। ছোট্ট আশা কৌতুহলী চোখে দিদির সব কিছু ভাল করে দেখতেন। তাঁর ভগবানদত্ত প্রতিভার গুণে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিতেন। দুই বোনের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। আশার কণ্ঠ কিছুটা চটুল। আর আশা গলাকে কণ্ট্রোল না করেই গাইতেন। তুলনায় লতা গলাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী চেপে বা খুলে গাইতেন এবং উচ্চারণভঙ্গীতে প্রয়োজনমতো আবেগ জুড়ে দিতেন। আশা শিক্ষক বা সঙ্গীত পরিচালক যেভাবে বলতেন, সেভাবেই গান করতেন। এক এক সময় তা শ্রুতিমধুর না হলেও গ্রাহ্য করতেন না। লতার মত তাঁর কোন নিজস্ব স্টাইল গড়ে ওঠেনি। তিনি কম্পোজারের হাতে যন্ত্রের মত কাজ করেছেন।

অনেকেই মনে করেন লতা ১৯৪৭ সালে খুব অল্প বয়সে মেনস্ট্রীম হিন্দি সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গার হয়ে যান। ঘটনা হলো আশা ১৯৪৮ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই প্লেব্যাক সিঙ্গার হয়ে যান সঙ্গীত পরিচালক হংসরাজ বেহল এর "চুনরিয়া" ছবিতে "সাবন আয়া" গানটি গেয়ে। এর আগে তাঁরা মারাঠী ছবিতে গান করেছেন, অভিনয়ও করেছেন। বলতে গেলে জন্ম থেকেই গান করছেন দুই বোন। লতাকে সব সময় ক্লোজলি ফলো করেছেন আশা। দশ বার বছর পরে ১৯৬০ সালে পৌঁছে দুজনের গাওয়া হিন্দি ছবির গানের সংখ্যা প্রায় সমান। আসলে আশা শ'দুয়েক গান বেশী রেকর্ড করে ফেলেছেন তার মধ্যে। লতা এক নম্বর চয়েস হলেও আশার যথেষ্ট ডিম্যাণ্ড ছিল। সবার ধারণা আশা বি গ্রেড সি গ্রেড ফিল্মে গান করে সংখ্যাবৃদ্ধি করেছেন। এই যুক্তি প্রথম পাঁচ বছরের পরে আর খাটে না। ১৯৫৩ সাল থেকেই আশা কয়েকজন সঙ্গীত পরিচালকের সুনজরে আসেন। আর ১৯৫৫ তেই তিনি ওঙ্কারপ্রসাদ বা ও পি নায়ারের মেন সিঙ্গার হয়ে যান। এর ঠিক পরে রবি শর্মা তাঁকে একমাত্র ফিমেল সিঙ্গার হিসাবে ব্যবহার করেন সারা জীবন। লতাকে খুব কাছাকাছি তাড়া করে গেছেন আশা। বাঙলায় লতা এলেন ১৯৫৬ সালে। আশা ঠিক পরের বছরে। দুজনেই ভারতের সব কটি প্রধান ভাষায় গান গেয়েছেন। ১৯৮৬ সালেই আশা গানের সংখ্যায় লতাকে ছাড়িয়ে যান। ২০১১ সালে গিনেস বুক তাদের আগেকার ভুল সংশোধন করে আশা ভোঁসলেকে সর্বাধিক গান রেকর্ড করার রেকর্ডের অধিকারিণী বলে ঘোষণা করে। এত কর্মকাণ্ড, দীর্ঘ গায়িকা জীবন বহু নাটকীয় ঘটনা, সব জানা যায় না। যা সাধারণভাবে প্রচারিত হয়েছে তা বলতে গেলেও মহাভারত হয়ে যাবে। আমরা প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করি। প্রথমে তাঁ ব্যক্তিজীবনের কথা মোটামুটি সেরে নেওয়া যাক। আশার জীবনের প্রথমদিকের সবকিছুই লতা সেন্ট্রিক। দিদির আয়ে চলা সংসারে কষ্টে বড় হওয়া আশার নিজেরও প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচণ্ড চেষ্টা ছিল। তবে স্বাভাবিক কারণে তার পথ কিছুটা ভিন্ন।

বাড়ীর অমতে বিয়ে করার জন্য আশা দিদির বিরাগভাজন হয়েছিলেন সত্য। তবে সেটা খুব একটা দোষের কিছু ছিল না। পাত্র গণপত রাও ভোসলের সামাজিক প্রতিষ্ঠা মঙ্গেশকর পরিবারের থেকে অনেক উপরে ছিল। তিনি শিক্ষিত মানুষ। সরকারী চাকরী করতেন র‍্যাশন ইন্সপেক্টর পদে। বয়সে অনেকটাই বড়। তবে এমন অনেক হয়। দিলীপকুমার সায়রা বানুর পার্থক্য এতটাই। তিনি লতাদের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁরা বোম্বাই আসার ঠিক পরেই। লতার ব্যবসায়িক কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। অর্থাৎ গানের সুযোগ খুঁজে দেওয়া পেমেণ্ট নিয়ে আসা আর আনুসঙ্গিক সব কাজ। কিছুটা হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি নবযুবতী আশা ভলাপচুয়াস ইয়ং থিং বলে বর্ণিত হয়েছেন। আর সদাচঞ্চল আশার একটা বন্য আকর্ষণ ছিল একথা সকলেই জানেন। এমন অবস্থায় যে কোন মানুষেরই তার প্রেমে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। গণপতরাও স্বাভাবিকভাবেই ডুবলেন। মেয়েরা ক্যালকুলেটিভ হয়। আশাকে আবেগ তাড়া করেছিল কিনা তা বোঝার মত ম্যাচিওরিটিও তার ছিল না। তবে তিনি কোন কমা সমা লোককে বিয়ে করছেন না এটা তিনি বুঝতেন। আর তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে খাওয়া পড়ার অভাব নেই তাও তাঁর জানা

ছিল। গণপতরাও রাজবংশের মানুষ। নাগপুরের ভোসলে হলো মারাঠা কনফেডারেসির পাঁচটি অঙ্গের একটি। গণপতরাও যে বাড়ীতে থাকতেন সেটির আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গফুট। এর বর্তমান মূল্য প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা। দোতলা বাড়ীটি এক সময় চিত্রতারকা সাধনাকে ভাড়াও দিয়েছিলেন। সান্তাক্রুজ ওয়েষ্টে খার সান্তক্রুজ রোডের সঙ্গীতা নামের এই বাংলোটি এখন আর গণপতের পরিবারের হাতে নেই। গণপতের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আশাবাই এর মালিক হয়েছিলেন। পরে আশা এটির এক অংশ হাতে পান। তিনি তাঁর অংশ বিক্রিও করে দিয়েছেন বছর দশেক আগে। যাই হোক বাপের বাড়ীতে তাঁর বিয়ে স্বীকার্য না হলেও আশা শ্বশুরবাড়ীতে মহা সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁর শাশুড়ী তাঁকে খুবই যত্নে রাখতেন। বাড়ীর কাজকর্ম কিছুই করতে দিতেন না। আশার কেরিয়ার সম্বন্ধে তাঁদের উচ্চ ধারণা ছিল। বলতে গেলে আশার সাফল্যের প্রথম ক্রেডিট গণপতেরই। তিনিই তাঁর অভিজ্ঞতা এবং পরিচিতিসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে আশাকে কাজ পাইয়ে দিতেন। তারপর চুক্তি, পেমেণ্ট এসব ঝামেলা তো সামলাতেন অবশ্যই। অতএব আশা গণপতরাও জুটিকে যে প্রায় ব্রাত্য বলা হয়; তাঁদের বিবাহকে স্ক্যাণ্ডালাস বলা হয় এসব গসিপ জাতীয় নিম্নমানের আলোচনা। স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন নির্বাহ করেছেন তাঁরা। ত্রিকোণ প্রেমের জেরে তা বিয়ের বার চোদ্দ বছর পর ভেঙে যায়।

বিয়ের পর আশা সিনেমায় গান গাওয়ার যে সব সুযোগ পেয়েছেন তা আরও বেশী হতে পারত। গণপতরাও লতার সেক্রেটারী হওয়ার সূত্রে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। লতা যে কাজটি করতে চাইতেন না, সেটি যাতে আশা পায় তার ব্যবস্থা গণপত নিশ্চিতভাবে করতে পারতেন। তবে ৬-৭ বছরের মধ্যে তিন তিনটি সন্তানের মা হওয়ার কারণে আশার কেরিয়ার ১৯৫০ সালে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আর তার থেকে বেরিয়ে আসেন ১৯৫৫-৫৬ সালে। বড় ছেলের জন্ম ১৯৫০ সালে। নাম রাখলেন হেমন্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামে। দুবছর পরে জন্ম মেয়ে বর্ষার। তার দু বছর পরে জন্ম ছোট ছেলে আনন্দর। এদের বয়স, জন্ম নিয়ে যে সব তথ্য লেখা হয়েছে তার কোনটিই আশার দেওয়া নয়। আশার জীবনীকার রাজু ভারতন এখন আশির ওপর বয়স। তাঁর স্মৃতির ভরসা করে কিছু লেখা ঠিক হবে না। তাছাড়া রাজু ভারতন বা বিশ্বাস নেরুরকর এরা কেউই আশার ব্যাপারে সহানুভুতি সম্পন্ন ছিলেন না। আশা যে সব ইণ্টারভিউ দিয়েছেন, সেখানে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, সে সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রায় বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৫ সালের পর থেকেই আশা গড়গড় করে এগিয়ে গেছেন। সে সব কথায় আসি। বিয়ের পর প্রথম পাঁচ বছরে দু তিনশো সিনেমার গান রেকর্ড করেছেন আশা। যেটা প্রায় কিশোরী গায়িকার পক্ষে কম সাফল্য নয়। তাঁকে প্রথম বিগ লীগে নিয়ে এলেন বিখ্যাত সুরকার ওঙ্কার প্রসাদ নায়ার বা ও পি নায়ার। সি আই ডি সিনেমায় মাত্র একটি গানের সুযোগ পেয়েছিলেন আশা। তাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আশা। আর এর পর থেকে কার্যত ও পি নায়ারের এক্সক্লুসিভ গায়িকা হয়ে গেলেনা আশা। নয়া দৌড় ছবিতে আশার গান হিট করল। এর পর থেকে ১৯৭২ সালে ও পি'র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়া পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি ছবিতে আশাকে দিয়ে গান করান ও পি। এর মধ্যে গোটা কুড়ি ছবি সুপারহিট। গানও লোকের মুখে মুখে ফিরত তখন। কয়েকটি ছবির নাম করছি। হাওড়া ব্রিজ, এক মুসাফির এক হাসিনা, তুমসা নেহি দেখা, কাশ্মীর কি কলি, মেরে সনম, ফির ওহি দিল লায়া হুঁ। এর মধ্যেই ১৯৫৮ সাল থেকে রবিশঙ্কর শর্মা "রবি" নামে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ শুরু করলেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি সব গানই আশাকে দিয়ে গাইয়েছেন। "তেরা মন দর্পণ কহলায়ে" বা ওয়ক্ত সিনেমার "আগে ভি জানে না তু" হিট বললে কিছুই বলা হয় না। এ গুলি পাথ-ব্রেকিং অসামান্য সৃষ্টি। ১৯৬০ সাল শেষ হওয়ার আগে আশাকে দিয়ে প্রায় সব বড় সঙ্গীত পরিচালকই গান গাওয়ালেন। তিনি হয়ে গেলেন ডি-ফ্যাক্টো দু নম্বর। তবে গুণতিতে তিনি দিদিকে ওই বছরেই ছাড়িয়ে গেলেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আশার

হিট গানের তালিকা তাঁর মোট বাংলা গানের তালিকার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে যাবে। স্থানাভাবে তা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। পরে আমরা পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে আশার গানের একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপিত করব।

ও পি নায়ার ভদ্রলোক প্রথম থেকেই ফুলবাবু। লতা তাঁকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি জীবনে কোনদিন লতাকে দিয়ে কোন গান গাওয়ানোর চেষ্টা করেননি। ও পি নায়ার সুটেড বুটেড পারফিউমড রীতিমত লেডি কিলার। প্রথম দর্শনেই আশার ওপর নজর পড়েছিল তাঁর। ভরা সংসার ওঙ্কার প্রসাদের। স্ত্রী সরোজ মোহিনী শিক্ষিত মহিলা। যথেষ্ট সহানুভুতিশীলও বটে। কিন্ত চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী। ফপিশ ও পি আশার দিকে পতঙ্গের মত আকর্ষিত হয়ে চললেন। নিজে স্থির করে নিলেন আশাকে দাঁড় করানো তাঁর জীবনের প্রথম কর্তব্য। তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি উন্নতির পথের যাত্রী আশারও মনে ধরেছিল। আশা ভাবতে লাগলেন, হয়ত এই ও পি সাহেবই তাঁকে বিগ লীগে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত লোক। আবার সাদামাটা আধবুড়ো গণপতরাও এর তুলনার ও পি ব্যক্তিত্বও যথেষ্ট আকর্ষক। আশাও জড়িয়ে পড়লেন এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে। নিন্দুকদের মতে ১৯৫৮ সালে "ফাগুন" ছবি হওয়ার সময় থেকে আশা ও পি'র সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টিতে জড়িত ছিলেন। চার পাঁচ বছরের মধ্যেই ও পি ব্যাপারটিকে প্রকাশ্যে ফলাও করতেন। আশা ও পি'র ছবি দেওয়া লকেট শাড়ির ওপরে পরে সবাইকে দেখাতেন। বেচারা গণপত সকলের সাহয্য চাইতেন। নৌশাদ তাকে আশাকে আটকে রাখার পরামর্শ দেন। টেলিফোন কেটে দিতে বলেন। গণপত তাই করলেন। হিতে বিপরীত হল। আশা দিদির পরামর্শে ১৯৬০ সালে পেডার রোডে "প্রভুকুঞ্জ" বিল্ডিংএ দুই বোনে পাশাপাশি ফ্লাট কিনেছিলেন। ফিরে আসার জায়গা তৈরী ছিল আশার। ১৯৬৩ সালে তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আশা শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে নিজের বাড়ীতে মায়ের কাছে ফিরে এলেন। অভিযোগ গণপতরাও ও পরিবার অত্যাচার করছিল। সবটা মিথ্যা না ও হতে পারে। ওদিকে আশাকে পাওয়ার আশায় ও পি তাঁর নিজের মেরিন ড্রাইভের ফ্ল্যাট থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে হাই রাইজ "মিরামার" বিল্ডিংএ টপ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নিলেন। জানলা দিয়ে আশার সঙ্গে সমুদ্র দেখবেন বলে। এই প্রেমপর্ব দশ বছর চলেছিল। আশা দিনের অনেকটা সময় ও পির সঙ্গে কাটাতেন। যেটাকে ও পি পরে বলেছেন আমরা দশ বছর স্বামী স্ত্রীর মত থেকেছি। অথচ আশা ব্রেক-আপ হবার পরে আমার নামও করে না। কোন অনুষ্ঠানে আমার গানও গায় না। দিদির পাশে থেকেও আশা দিদির ও বাড়ীর অন্য ভাই বোনদের ওপর চরম অন্যায় করেছেন। ও পি'র ছবি দেওয়া লকেট দেখানো, বা ও পি ড্রপ করতে এলে ড্রাইভারকে দিয়ে জোরে হর্ণ বাজিয়ে উত্যক্ত করা এসব লতাকে খুবই আঘাত করেছিল। আর গসিপে গোটা বম্বেতে কান পাতা ভার। মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত লতার মনে এই সব অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তিনি তাঁর মর্যাদা বজায় রেখে প্রকাশ করেননি। আশার জীবনের এই পর্বটি কিছুটা অসম্মানকর হলেও সিনেমার জগতে এসব জলভাত। কেউ কিছু মনে করত কিনা কে জানে। আশার গানের জগতে উন্নতিতে এর বিশেষ কোন ছাপ পড়ে নি। তবে ছেলেমেয়েরা অস্বস্তিতে ছিল। ষাটের দশকে আশা ক্যাবারে ও নাচের গানে অপরিহার্য হয়ে থাকলেন। ও পি ও রবি শর্মার ছবিতে একেশ্বরী। আর তিন প্রধান শঙ্কর-জয়কিষণ, কল্যাণজী-আনন্দজী ও লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল তাঁদের করা গানের এক তৃতীয়াংশ আশাকে দিয়ে গাওয়ালেন। বাকীরাও ছবিতে অন্তত একটি গান আশার জন্য রাখার চেষ্টা করতেন। আর কম বাজেটের ছবিতে তাঁর গাওয়া গানও অনেক। লতার তুলনায় আশার গানের সংখ্যা বিশেষ কম নয়।

"মেরে সনম" ছবি হয় ১৯৬৫ তে। ও পি নায়ারের কেরিয়ার গ্রাফ এই সময় থেকেই স্লো ডাউনের শিকার হয়। তিন চার বছর পরে হিট ছবি খুব কম হতে লাগল। ১৯৬৮ - ৬৯ সালে ও পি নায়ার আর প্রধান সঙ্গীত পরিচালক বলে পরিগণিত হতেন না। এরই মধ্যে বিগ লীগে ঢুকছিলেন রাহুল দেববর্মণ। প্রথম দিকে বাবার সহকারী হিসাবে। পরে ফুল ফ্লেজেড কম্পোজার রূপে। "তিসরী মঞ্জিল" সিনেমায় আশাকে নতুনভাবে প্রয়োগ করলেন আর ডি বর্মণ। আনন্দে আপ্লুত আশা

রাহুলের এই নতুন ধারাটিতে নিজের লাইফলাইন দেখতে পেলেন। জমে উঠল আর এক কাহিনী। দেখতে দেখতে ম্রিয়মান ওঙ্কার প্রদীপ তার আকর্ষণ হারাতে থাকল। ও পি আরও পজেসিভ হয়ে আশাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন। ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে আশার লোকলজ্জা আরও বেশী হয়ে যাচ্ছিল। মেয়ের বর্ষাকে একদিন ও পি কিছু বলা বা সামান্য মারধর করার ঘটনাকে ইস্যু বানিয়ে চিরতরে "মিরামার" থেকে বেরিয়ে এলেন আশা। ১৯৭২ সালে ও পি পর্ব শেষ হল তিক্ততার চূড়ান্ত করে।

এর অনেক আগে "তিসরী মঞ্জিল" সিনেমা তৈরী হওয়ার সময় থেকেই রাহুলের গুণে মুগ্ধ হয়ে যান আশা। তার পর এক দশকেরও বেশী সময় ধরে আশার কণ্ঠকে সমস্ত ধরণের গানে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন পঞ্চম। আশা ভেবে অবাক হয়ে যেতেন যে কিভাবে রাহুল এটা বুঝতে পারতেন যে আশার কণ্ঠে সেই সুরটি গানটিকে চরম উৎকর্ষের জায়গায় নিয়ে যাবে। বলতে গেলে পঞ্চমের কাছে সারেণ্ডার করে আশা নিজের গানের গুণমান নিয়ে ভাবা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের কেমিস্ট্রী সকলের চোখে পড়লেও। বয়স্কা আশার বৈবাহিক সম্ভাবনা নিয়ে লোকে চিন্তা করত বলে মনে হয় না। যাই হোল ও পি পর্ব চুকে যাওয়ার সাত বছর পরে ১৯৮০ তে রাহুল দেববর্মণকে বিয়ে করেন আশা। তাঁর বয়স তখন ৪৭। রাহুল তাঁর থেকে ছ বছরের ছোট। রাহুলের এটি দ্বিতীয় বিবাহ। চোদ্দ বছরের এই বিবাহিত জীবনেও কিছুদিন তাঁরা আলাদা থেকেছেন। সবটা ভালভাবে কাটেনি। তবে এই যুগে দুজনে মিলে তাঁরা অনেক গান রেকর্ড করেছেন। তার কতকগুলি যথেষ্ট একঘেয়ে। ১৯৯৪ সালে রাহুলের মৃত্যুর পর আশা শাশুড়ীকে যথেষ্ট যত্ন করেননি এই রকম অভিযোগ উঠেছিল। আশা সকলের চাপে শাশুড়ীকে বৃদ্ধাশ্রম থেকে আবার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনেন। এতক্ষণ আশা ভোঁসলের জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বলার পরে তাঁর গান নিয়ে দুচার কথা বলা যাক। তাঁর গানের আলাদা করে বিচার করার কোন সুযোগ নেই। সুরকার যা সৃষ্টি করেছেন, তাকে আরও মহিমামণ্ডিত করে পরিবেশন করে গেছেন আশা। তাঁর গাওয়া কোন গান হেলাফেলা করার মত নয়। তাঁর সুপারহিট গানগুলি প্রকাশিত হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও সমান জনপ্রিয়। কারণ সুরের জগতে মায়াজাল সৃষ্টি করতে যে উপকরণ লাগে সবগুলিই আশার গানে উপস্থিত। তাঁর হিট গানের উল্লেখ করতে গেলেও কয়েক পাতা লাগবে। হিন্দি সিনেমার গানগুলি নিয়ে আমরা শুধু স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। কারণ বিশদে যেতে গেলে অনেক লিখতে হবে। আর তাতে বাঙলা গানের অংশ গৌণ হয়ে যাবে। কোন ভাবেই আশার বাঙলা গানের ঝাঁপি হিন্দী গানের গুণতি বা গুণমানের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আশা ভারতের সব প্রধান ভাষায় গান গেয়েছেন। হিন্দীর পর মারাঠী তারপর বাঙলা গান সংখ্যায় বেশী। হিন্দী গানের সংখ্যা মোটামুটি জানা যায়। বাকী ভাষাগুলিতে এ নিয়ে তত লেখালিখি হয়নি। দক্ষিণের চারটি ভাষায় লতার গানের সংখ্যার চেয়ে আশার গানের সংখ্যা বেশী। বলা যেতে পারে আশা যত গান গেয়েছেন তার ৭৫ শতাংশ হিন্দী ভাষায়। বাঙলা মারাঠী মিলে দশ শতাংশ। বাকী সব মিলে পনের শতাংশ হতে পারে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ২২০০'র বেশী গান গেয়েছেন হিন্দী সিনেমায়। পরের দশকে দু হাজারের কিছু কম। পরের দশকেও দু হাজার ছাড়ায়নি। ১৯৮৬ তে গিনেসের জন্য সার্ভে করতে গিয়ে দেখা গেল সাড়ে ছ হাজার গান করেছেন হিন্দী ছায়াছবিতে। লতাকে ভুল করে সর্বাধিক গানের রেকর্ডধারী বলে ঘোষণা করেছিল গিনেস বুক ১৯৭৪ সালে। তিরিশ বছর পরে তারা আশাকে অনুষ্ঠান করে এই রেকর্ডের অধিকারিণী ঘোষণা করে। তবে গুণতি ১১০০০ গান সব ভাষা মিলে।

আসা যাক আশার ছেলেমেয়েদের কথায়। কেরিয়ার ওম্যান হওয়া সত্বেও আশার ছেলেমেয়েরা যত্নে মানুষ হয়েছেন। বড় ছেলে হেমন্ত পাইলটের কাজ করত। বয়স হলে তা ছেড়ে মিউজিক ডাইরেক্টর হয়েছিলেন। ২০১৫ সালে ক্যানসার হেমন্তর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলে চৈতন্যও গানের জগতে আছে। হেমন্তর বিবাহিত জীবনে সমস্যা ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রী সাজিদা তাঁকে ডিভোর্স

করে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছেন। আশার পরের সন্তান মেয়ে বর্ষা। লেখাপড়ায় বেশ ভাল। সাংবাদিকের কাজ করেছে দুই দশক ধরে। কিন্তু তারও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় অল্প বয়সে। ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে যান বয়সকালে। ২০১২ সালে আত্মহত্যা করেন বর্ষা। ছোট ছেলে আনন্দ সিনেমা ও গানের জগতে আসার আগে ম্যানেজমেণ্ট ও ফিল্ম ডাইরেকশনের কোর্স করেছেন। মায়ের সব কাজকর্ম পরবর্তী কালে আনন্দই দেখাশুনা করত। আনন্দর মেয়ে জনাই সিনেমায় প্লেব্যাক গান করছে। আশার নাতি নাতনীর সংখ্যা পাঁচ।

আশা ভোঁসলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছুটা বলা হল। এর বেশী বলতে গেলে তাঁর অনুমতি ও ইণ্টারভিউ ছাড়া বলা সম্ভব নয়। আমাদের কাজ গানের তালিকা প্রকাশ করা। তার সঙ্গে শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনী। সেটুকু হয়ে গেছে। রাহুল দেববর্মণ চলে যাওয়ার পরে দু যুগ অতীত হয়েছে। আশা পঞ্চম পরবর্তী যুগেও সমান কর্মক্ষম। তাঁর গান, সুরের জগতে তাঁর আনাগোনা সব কমে গেলেও বন্ধ হয়ে যায়নি। ঈশ্বরের করুণায় তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। বলতে গেলে ঊনিশ শো আশির দশকের শেষ দিক থেকে বাংলা সিনেমায় তাঁর গান গাওয়ার সুযোগ আরও বেশী হয়েছে। বয়সের ছাপ পড়লেও তাঁর গানে ক্লান্তি আসেনি। আশা একজন বিখ্যাত রাঁধুনী। তাঁর রেসিপি অনেকে ফলো করেন। তাঁর নামে ও অংশীদারীতে বেশ কয়েকটি রেঁস্তরা চলে আরব অঞ্চলের দেশগুলিতে। বিশাল সম্পত্তির মালিক, আশা এখনো কোন ট্রাষ্ট তৈরী করে জনকল্যাণমূলক কাজে নামেননি। তাঁর দিদি লতার ট্রাষ্ট পুণের দীননাথ মঙ্গেশকর হাসপাতাল তৈরী করেছে ও চালায়। লতা মঙ্গেশকরের নামেও হাসপাতাল তৈরী হয়েছে। আশা কিছু করেছেন কি না আমাদের জানা নেই। তাঁর বা তাঁর ছেলেদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও কোন ধারণা আমাদের নেই।

বাঙলা গানের জগতে আশা এসেছেন ১৯৫৭ সালে। তার পর থেকে একটানা গান করে যাচ্ছেন বাঙলায়। সে যুগের “আমায় তুমি যে ভালবেসেছ” বা “নাচ ময়ূরী নাচ রে” আজও সুপার্ব মনে হয়। বাঙলা সিনেমায় ক্যাবারে ট্যাবারে বা সিডাকশনের সীন অনেক পরে এসেছে। ততদিনে আশা তাঁর গলার সেই বিখ্যাত “কাম হিদারনেস” বা মোহক আকর্ষণ অনেকটা হারিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া বাঙলা সিনেমায় আগে ভ্যাম্প ট্যাম্পও বিশেষ ছিল না। তিনি অনেকগুলি মুজরার গান গেয়েছেন। সবই সুন্দর। রোমাণ্টিক গান আর ডুয়েটে তাঁর জনপ্রিয়তা সকলের চেয়ে বেশী। রাহুল দেববর্মণের সুর দেওয়া বহু হিন্দী গানের বাঙলা ভার্সনও তিনি রেকর্ড করেছেন। বাঙলা গানের জগতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পর তাঁর গাওয়া গানের সংখ্যাই দ্বিতীয় সর্বাধিক। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি রসোত্তীর্ণ। নজরুলগীতিগুলিও তিনি সচ্ছন্দে গেয়েছেন। পরবর্তী কালে বাঙলা সিনেমায় হিরো হিরোইনরা নাচতে শুরু করায়, আশা এই সময়ে নাচের গানও অনেক রেকর্ড করেছেন। বাপী লাহিড়ী, কুমার শানু, অমিতকুমারদের মতো বয়সে ছোট শিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান জমিয়ে দিয়েছেন। গান নিয়ে একগাদা কথা বলার অর্থ প্রকৃত শ্রোতাদের অসম্মান করা। যাঁরা শোনেন তাঁরা জানেন। বেশী কথা না বাড়িয়ে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে তাঁর গানের তালিকা ছেপে দিলাম।

আশা ভোঁসলের গাওয়া গানের তালিকা

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	ছবির নাম	রেকর্ড নং	বৎসর
অন্ধকারে আলো দিতে পূজোর প্রদীপ	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমরকণ্টক		১৯৮৬
অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী	নজরুলগীতি				
আই অ্যাম দ্য সিন	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ফরিয়াদ		১৯৭১
আকাশে আজ রঙের খেলা মনে					
আকাশে সূর্য আছে যতদিন তুমি তো	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	
আকাশের চাঁদ মাটির বুকেতে	বাপী লাহিড়ী	ভবেশ কুণ্ডু	গুরুদক্ষিণা		১৯৮৭
আকাশের দুটি তারা কখন জেগেছে	বিনোদ চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		পূজা	১৯৬১
আগে আমি যদি জানতাম	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
আগে জানলে তোরে বিয়া আমি করতাম না সহঃ বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	রাজনর্তকী		১৯৯০
আঙুর আঙুর চোখ নেশা যে লাল লাল	রাহুলদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অপরূপা		১৯৮২
আছে গৌর নিতাই নদীয়াতে	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মোহনার দিকে		১৯৮৪
আজ আমি অচেনা যে পরিচয় হবে	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	সুরের আকাশে		১৯৮৮
আজ গুন গুন গুন কুঞ্জে আমার	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৬৭
আজ দোলে মন কার ইশারাতে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	
আজ দুজনে মন্দ হলে মন্দ কি	নচিকেতা ঘোষ	প্রণব রায়	ফরিয়াদ		১৯৭১
আজ মন আগুনকে ছুঁতে চায় মন কোন	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	জ্যোতি		১৯৯৮
আজ রাতে যেও না বেদনা দিও না	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যাপাধ্যায়		পূজা	
আজও কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া	নজরুলগীতি				
আজকে তোমার পদ্ম বনে ভ্রমর হয়ে সহঃ শাব্বির কুমার	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	শ্যাম সাহেব		১৯৮৬
আজকে থেকে যাও দেখ রাত গোলাপী	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
আজার বাইজান আজার বাইজান	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
আধো আলো ছায়াতে	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী		১৯৮১
আবিষ্কার আবিষ্কার এই তো আমার	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আবিষ্কার		১৯৯০
আমাকে আঘাত করতে তোমার দারুণ ভাল লাগে	তপন ভট্টাচার্য	নিশান শুভ্র ও মোহানা			
আমাকে ভোলাতে তুমি কিছু কথার কথা কয়েছ	তপন ভট্টাচার্য	নিশান শুভ্র ও মোহানা			
আমাদের এই ভালবাসা চিরদিন বুকে ধরে রাখব সহঃ চঞ্চল কুমার	ইন্দ্রজিৎ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	দাবীদার		১৯৯৭
আমার ইচ্ছে করছে ভালবাসতে ভালবাসবই সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অমর সঙ্গী		১৯৮৭

আমার এ কণ্ঠ ভরে বাজে কোন যে সুরবাহার	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন মরণ		১৯৮৩
আমার এই গানের মালা পড়িয়ে দিলাম	দিলীপ সরকার	দিলীপ সরকার	অর্পিতা		১৯৮৩
আমার কুয়াশা যে ওড়না	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুটি পাতা		১৯৮৩
আমার গর্ব শুধু এই কেউ আমার চেয়ে	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আপন পর		১৯৯২
আমার গা ছম ছম করে সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরালে		১৯৮৫
আমার ছয় ছয়টি ভাই	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	চন্দন মুখোপাধ্যায়	জয় পরাজয়		১৯৮৪
আমার জীবনে তুমি যে আছ আলো আর আঁধারে	বিনোদ চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		পূজা	১৯৫৮
আমার দিন কাটে না আমার রাত কাটে না	সুধীন দাশগুপ্ত	ভাস্কর রায়	ছদ্মবেশী		১৯৭১
আমার বেলা যে যায়	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আমার মন মানে না দিন রজনী	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আমার মনেরি অঙ্গনে সুখের ফাগুন এল	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আবিষ্কার		১৯৯০
আমার স্বপ্ন তুমি ওগো আমার চিরদিনের সাথী	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আনন্দ আশ্রম		১৯৭৭
আমায় তুমি যে ভালবেসেছ জীবনে যে তাই দোলা লাগানো	মান্না দে	শ্যামল গুপ্ত		পূজা	১৯৫৮
আমি অন্ধকারের যাত্রী প্রভু আলোর	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	এপার ওপার		১৯৭৩
আমি আপন করিয়া চাহিনি	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	মেঘ কালো		১৯৭০
আমি এক ঝলকের হাওয়া হঠাৎ আসি	স্বপন চক্রবর্তী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সর্বজয়া		১৯৯৭
আমি কি সে কি ভুলে গেলে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
আমি কে বলো না ভাল করে দেখ না	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রক্তের স্বাদ		১৯৯৩
আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম একটি তোমার সই	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	১৯৬৩
আমি জানিনা আমার কপালে এত সুখ	মানস মুখোপাধ্যায়	দুলাল ভৌমিক	বান্ধবী???		
আমি জানিনা কেন তোমায় ভালবাসি সহঃ অভিজিত	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অপরূপা		১৯৮২
আমি দেবদাসী দেবতারই গান গাই	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	শঙ্খচূড়		১৯৮৮
আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র সঙ্গীত		মন নিয়ে		১৯৬৯
আমি প্রিয়া হব	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	গায়ক		১৯৮৭
আমি ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখা	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রতিদান		১৯৮৩
আমি ফুলের মত বাঁচতে চেয়েছিলাম			ক্ষমা		
আমি বন্ধঘরের যাত্রী আমার কাছে কিবা			ক্ষমা		

আমি বোঝাই বল কি করে	শ্যামল মিত্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মায়ের আশীর্বাদ		১৯৮৪
আমি মন দিয়েছি মনটা নিতে চাই	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অমর সঙ্গী		১৯৮৭
আমি যে তোমার আশা সহঃ সুবীর সেন	মুকুল রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কায়াহীনের কাহিনী		১৯৭৩
আমি যে তোমার তুমি যে আমার এ	মুকুল রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কায়াহীনের কাহিনী		১৯৭৩
আমি সুখে আর দুঃখে যে মালা গেঁথেছি	বিনোদ চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		পূজা	১৯৬১
আর কত রাত একা থাকব চোখ মেলে	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	চোখের আলোয়		১৯৮৯
আর কি তোমায় ছাড়ছি	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অপরূপা		১৯৮২
আর তো নয় বেশীদিন মিলব এবার	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মিলন তিথি		১৯৮৫
আরও কাছাকাছি	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
আরও দূরে চলো যাই	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	ছদ্মবেশী		১৯৭১
আরে বহু আশা নিয়ে ভালবাসা দিয়ে সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	শতরূপা		১৯৮৯
আলো আর আলো দিয়ে (মনে হয় আজ)	নচিকেতা ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	স্বয়ংসিদ্ধা		১৯৭৫
আসব আর একদিন আজ যাই	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
আঁধারে যদি হারিয়ে যাব আলোর স্বপ্ন	রবীন্দ্র জৈন	ভবেশ গুপ্ত	অনন্যা		১৯৯২
আয় চলে আয় ঝড়ের পাখী	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	এপার ওপার		১৯৭৩
আয় তুই ফিরে আয় রে সহঃ আরতি	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কৃষ্ণ সুদামা		১৯৭৯
আয় রে আয় বল মন তোকে চায়	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	দম্পতি		১৯৭৬
আহাহা কেন পরের সোনা	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	প্রহরী		১৯৮২
ইশারায় যা বলে মন মুখে বলে না	অরুণ রবীন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ওরা চারজন		১৯৮৮
উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়া লেগেছে রাঙা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
এ আমার অগ্নিপরীক্ষা	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিমান		১৯৮৬
এ কথা জানত কি মন পাখী মরে না	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	অজানা পথ		১৯৯৪
এ কি ভালবাসা তোমাকে ছাড়া কিছু	রাহুল দেববর্মণ				
এ চোখে চমক আছে এ মেঘে ঝলক	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী	রক্ষক		অপ্রঃ
এ মন আমার হারিয়ে যায়	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুরাগের ছোঁয়া		১৯৮৬
এই এদিকে এস এস না কেন দূরে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
এই এস না কাছে একটু বসে যায়	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়		অঙ্গার		১৯৮৯
এই কাছে আসবে আরও কাছে আসবে সহঃ অমিতকুমার	কানু ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্দিনী		১৯৮৯
এই খেদ মোর মনে ভালবেসে মিটিল না	অনিল বাগচী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি		১৯৭৫

এই ঝিলমিল ঝিলমিল রাতে এই আলো সহঃ অমিতকুমার।	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	অন্ধ বিচার		১৯৯০
এই ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ দেখ বাবু খেলা	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	ওগো বধূ সুন্দরী		১৯৮১।
এই দুনিয়ায় বাঁচতে গেলে সহঃ অমিতকুমার	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	চন্দন মুখোপাধ্যায়	জয় পরাজয়		
এই বুকে আমার এই বুকে ধরে জ্বালা	মান্না দে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রেয়সী		১৯৮২
এই রাতে একটুখানি কাছে	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মোহনার দিকে		১৯৮৪
এই সাগরের ঢেউ যদি যায় থেমে সহঃ অমিতকুমার?	কানু ভট্টাচার্য	শঙ্কর ঘোষ	আমার শপথ		১৯৮৯
এই হাওয়ায় কি সুরভি ঝরে	ভি. বালসারা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রাতের অন্ধকারে		১৯৫৯
এক নায়িকা একাই ছিল একা ভালই ছিল	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আবিষ্কার		১৯৯০
এক যে ছিল দুয়োরাণী থাকত কুঁড়েঘরে	বাপী লাহিড়ী	প্রভাত রায়	প্রতিকার		১৯৮৭
এক যে ছিল রাজপুত্তুর সবেতেই সে বাহাদুর সহঃ কিশোরকুমার	বীরেশ্বর সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মাদার		১৯৭৯
একই সাথে হাত ধরে একই পথে চলব সহঃ কিশোরকুমার	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
একটি কথা আমি যে শুধু জানি	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	১৯৭২
একটি কথা হায় সে কইলো না	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	১৯৭৩
একটু আরও নয় কাছে থাকো না সহঃ রাহুল দেববর্মণ	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
একটু ছোঁয়া একটু দেখা হাতে হাতে।	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	চোখের আলোয়		১৯৮৯
একটু বসো চলে যেও না।	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	ত্রয়ী		১৯৮২
একলা দুজনে কথা কানে কানে বলে মনে মনে বলে সহঃ অমিতকুমার			আশা		
একলি বিরল নিরল শয়নে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মন নিয়ে		১৯৬৯
এবার উজার করে লও	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
এমন করে ধরছ কেন আমি তো আর চোর না	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	দেবতা		১৯৯০
এমন করে বুঝি প্রেমের জোয়ার হঠাৎ	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	এখানে আমার স্বর্গ		১৯৯০
এমন খুশীর তুফান ওঠেনি আগে কোন	তপন মজুমদার	তপন মজুমদার	চাঁদ হাসলে জোছনা	অ্যালবাম	
এমন ভাগ্য যেন কারও না হয়			ক্ষমা	সারেগামা	১৯৮৯
এমন মধুর সন্ধ্যায় একা কি থাকা যায়	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	একান্ত আপন		১৯৮৭
এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী সে যদি গো	স্বপন চক্রবর্তী	নিধুবাবু?	কড়ি দিয়ে		১৯৮৯

কাছে আসিত :: টপ্পা			কিনলাম		
এমনি করেই বুঝি প্রেমের জোয়ার হঠাৎ	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	এখানে আমার স্বর্গ		১৯৯০
এলে না তুমি যে চেয়ে থেকে সারা	রাহুলদেব বর্মণ	শচীন ভৌমিক			
এলো ভালবাসা					
এলোমেলো কথা কেন বলি জানিনা	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
এস আলো এস হে তোমায় সুস্বাগতম	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আবিষ্কার		১৯৯০
এস শ্যামল সুন্দর	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
এসেছি আজ এই রাতে তোমাদের	কানু ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার শপথ		১৯৮৯
ও আমার কাঁধের আঁচল যায় পড়ে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী		১৯৯১
ও গঙ্গা মা জন্মদায়িনীর মত গো	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
ও ঘুমের ময়না পাখী নীল আকাশে ঘুরে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	পরবেশ		১৯৮০
ও পাখী উড়ে আয় উড়ে আয় উড়ে উড়ে যা	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন রহস্য		১৯৭৪
ও বাবুজী বাবুজী গো মোরা গান শোনাই	সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুই অধ্যায়		১৯৮৬
ও মা তারা দাও না সাড়া	অশোক ভদ্র	লক্ষ্মীকান্ত রায়	মাতৃতীর্থ		১৯৯১
ও রাজা ভিজে ভিজে রাত ফেলে কেন সহঃ ভূপিন্দর	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	প্রেম পূজারী		১৯৯১
ও সাথী রে	সোমদেব কশ্যপ	মুকুল দত্ত	কালকূট		১৯৮১
ওই নীল পাখীটাকে ধরে দাও না	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	দুজনে		১৯৮৪
ওই পথ দূরে দূরে সুদূর	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী			১৯৬৭
ওরা আসছে জীবনের যত পথ আঁকা	দিলীপ মণ্ডল	দিলীপ মণ্ডল	অগ্নিকন্যা		১৯৯০
ওরে ও মন পাখি মোরে কেমনে বেঁধে রাখি	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	জগদীশ মণ্ডল	সাগর		১৯৯৪
ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ এ বি সি ডি নিয়ে	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	চামেলী মেমসাহেব		১৯৭৯
কত না ভাগ্যে আমার এ জীবন ধন্য	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যবধান		১৯৯০
কত নারী আছে এ গোকুলে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৬৭
কথা দিয়ে এলে না	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	১৯৭৬
কথা দিলাম আমি কথা দিলাম তুমি আমি সহঃ কিশোরকুমার	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	সুরের আকাশে		১৯৮৮
কথা দিলাম ভাল বাসব চিরকাল	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	কথা দিলাম		১৯৯১
কথা হয়েছিল তবু কথা হলো না	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	ত্রয়ী		১৯৮২
কাজল করে রাখব তোমায় রাখব আমার চোখের সহঃ অমিতকুমার	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	তুফান		১৯৮৯
কাগজের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	মহাশয়		১৯৯২

কাছে আছ তুমি রঙ আছে ফুলে সহঃ শৈলেন্দ্র সিংহ	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অজস্র ধন্যবাদ		১৯৭৭
কাছে এসে দূরে যাওয়া মন থেকে সরে যাওয়া নয়	তপন ভট্টাচার্য	নিশান শুভ্র ও মোহানা			
কাছে কাছে তুমি থাক মনে মনে ছবি সহঃ তন্ময় চট্টোপাধ্যায়	তন্ময় চট্টোপাধ্যায়	তন্ময় চট্টোপাধ্যায়	মায়াবিনী		১৯৯২
কাটে কি না কাটে প্রহর হায় কি করি	অসিত গঙ্গোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মানসী		১৯৯০
কার ছোঁয়াতে গুন গুনিয়ে ওঠে আমার মন	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আনন্দ নিকেতন		১৯৯১
কার মনে কি আছে যদি জানা যেত	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	মিঠু মুখোপাধ্যায়	আশ্রিতা		১৯৯০
কি করে আসি তোমার পাশে দূর যে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
কি যাদু তোমার চোখে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
কি যে ভাবি এলোমেলো	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৭০
কি পেলাম আজ প্রথম জীবনে আমার	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রক্তের স্বাদ		১৯৯৩
কি শাপ দিল দুর্বাসা	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিমান		১৯৮৬
কিনে দে রেশমী চুড়ি নইলে যাবো বাপের বাড়ী	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
কিসে তুমি খুশী হবে কানে কানে বল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	খেলার পুতুল		১৯৮২
কুঞ্জে আমার গুঞ্জে অলি গুঞ্জে অলি	বাপী লাহিড়ী	শুভ দাশগুপ্ত	তুমি কেন এলেনা	অপ্রঃ	
কুঞ্জবিহারী হে গিরিধারী তোমার চরণ	শ্যামল মিত্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মায়ের আশীর্বাদ		১৯৮৪
কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
কে গো তুমি ডাকিলে আমারে	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	গলি থেকে রাজপথ		১৯৫৯
কে যায় রে বলো কে অমন বাঁশী	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	লালকুঠী		১৯৭৮
কে যে আমার ঘুম ভাঙিয়ে গেল	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিল ভোরের	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মোহনার দিকে		১৯৮৪
কে বলে বিজলী শুধু মেঘের কোলে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বন্দী		১৯৭৮
কেঁদনা মানিনী তুমি কেঁদনা সহঃ শিবাজি চট্টোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	আগমন		১৯৮৮
কেন জানিনা যে বেণু বাজে সহঃ শ্যামল মিত্র	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকন্যা		১৯৬৫
কেন ডাক ইশারায়	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	অভিশপ্ত চম্বল		১৯৬৭
কেন বাহার এল প্রাণের বাগিচায়	বাসুদেব চক্রবর্তী	মুকুল দত্ত	প্রার্থনা		১৯৮৪
কেন মুখে মুখে কেন মল্লার থম থম	রবীন্দ্র জৈন	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা		১৯৮৫

কেন সর্বনাশের নেশা ধরিয়ে	সুধীন দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পিকনিক		১৯৭২
কোথা কোথা খুঁজেছি তোমায়	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
কোথা মুকুন্দ কেহ না কহিল সহঃ মান্না দে	বসন্ত দেশাই		অমর ভূপালী		১৯৫২
কোথায় রাখব প্রেম বল তোমার	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সুরের ভুবনে		১৯৯২
কোথায় শঙ্কর কোথায় কালী	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ঈশ্বর পরমেশ্বর		১৯৯৩
কোন কাজ নয় আজ সারা দিন শুধু হাসি গান সহঃ কিশোরকুমার	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
কোন কিছু নেই তো আমার কাউকে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যবধান		১৯৯০
কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমায়	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	প্রথম কদম ফুল		১৯৭০
ক্ষণিকের খুশী পেতে গিয়ে হায় কি যে	গৌতম বসু	অঞ্জন চৌধুরী	মেজ বউ		১৯৯৫
খাও পিও মৌজ করো আরে কুছ পরোয়া নেহি সহঃ মহঃ আজিজ	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়		অঙ্গার		১৯৮৯
খুকুমণি সোনা মেয়ে সহঃ কোরাস			আশা		
খুব চেনা চেনা মুখখানি লাগছে যে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	
খুঁজে খুঁজে পাইনা যাকে গেল জনম সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	মুকুল দত্ত	মহারুদ্র		১৯৮৫
খেলব হোলি রঙ দেব না	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	একান্ত আপন		১৯৮৭
গা ছমছম কি হয় কি হয়	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দেবীবরণ		১৯৮৮
গা পা গা রে সা মিলন বেলা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
গাঙে জোয়ার এল ফিরে তুমি এলে কই	নজরুলগীতি				
গাছের মিনারে রোদের সোনা বিভোর কারুকাজে	শ্যামলেশ ঘোষ		সুর সংঘাত		১৯৯০
গাছের মিনারে রোদের সোনা ২য় পর্ব	শ্যামলেশ ঘোষ		সুর সংঘাত		১৯৯০
গানের প্রণামটুকু দিয়ে যেতে দাও			আশা		
গুন গুন করে মন সহঃ অমিতকুমার	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুরাগের ছোঁয়া		১৯৮৬
গুন গুন গুন কুঞ্জে আমার	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৬৭
গুন গুন ভ্রমরা মন যে উতলা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	
গুন গুন মন ভ্রমরা কইছে কি যে	রাহুলদেব বর্মণ	মুকুল দত্ত	আপন আমার আপন		১৯৯০
গুঞ্জনে দোলে যে ভ্রমর	শচীনদেব বর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা		১৯৭৮
ঘুম পাড়ানী গানে কবে ধার করা ঘুম	নচিকেতা ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	স্বয়ংসিদ্ধা		১৯৭৫
ঘুমটি দেশের হাওয়ায় ভেসে ঘুমের পরী সহঃ অমিতকুমার	কাবুল	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তি		২০০৪
চক্ষে আমার তৃষ্ণা	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
চরণধুলি ছাড়া চাইনা কিছু আমি	রাহুল দেববর্মণ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আক্রোশ		১৯৮৯

চল ঘরে ঢুকে সব বন্ধ করে দিই	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	মা		১৯৯২
চল চলে যাই হাতে হাতে হাত রেখে সহঃ রাহুল দেববর্মণ	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
চল চলে যাই বাসার খোঁজেতে সহঃ কুমার শানু	রঞ্জিত গোদমার		বন্ধু		১৯৯২
চলে গেলে এ সময় আর আসবে না	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মর্যাদা		১৯৮৯
চলে যাবে সময় ধুলোর মত যাবে উড়ে সহঃ অমিতকুমার	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আনন্দ নিকেতন		১৯৯১
চাইনা আমার রেশমী চুড়ি	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
চাঁদ হেরিছে চাঁদ মুখ তার সরসীর	নজরুলগীতি				
চিরদিন রবে পাশে আর কিছু তো চাই না আমি	তপন ভট্টাচার্য	নিশান শুভ্র ও মোহানা			
চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অমর সঙ্গী		১৯৮৭
চাঁদ হাসলে জোছনা ফুল হাসলে গন্ধ	তপন মজুমদার	তপন মজুমদার	চাঁদ হাসলে জোছনা	অ্যালবাম	
চাঁদে যাত্রা (উড়ে যাবো আমরা চাঁদ মামার বাড়ীতে)	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	১৯৭৯
চুপি চুপি কেন এলে এত দিন কোথায়	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মিলন তিথি		১৯৮৫
চুড়ির এ ছুন ছুন বাতাসে রুম ঝুম	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
চৈতালী গো চৈতালী হয়েছ কেন আজ	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
চোখে চোখে কথা বল মুখে কিছু বল না	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			১৯৭১
চোখে চোখে কথা হলো যেতে যেতে	রাহুল দেববর্মণ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	বদনাম		১৯৯০
চোখে নামে বৃষ্টি	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
চোখের জানলা খুলে যাক মনটা ভুলে	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমরকণ্টক		১৯৮৬
চোখের জানালা যদি খোলা থাকে সহঃ অমিতকুমার	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আনন্দ নিকেতন		১৯৯১
ছন্দে ছন্দে গানে গানে কি বলে যায়	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	
ছন্দের সঙ্গে দেহতরঙ্গে দিল দোল	দিলীপ রায়	প্রবীর দত্ত	মহাবীর কৃষ্ণ		১৯৯৭
ছু মন্তর ছু এমনি যাদুর ফু	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরঙ্গ		১৯৮৮
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না আমাকে	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	চন্দন মুখোপাধ্যায়	জয় পরাজয়		১৯৮৪
ছোট্ট একটা ভাল বাসা এই তো শুধু	স্বপন জগমোহন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	জ্যোতি		১৯৯৮
ছোট্ট সে ছেলেবেলা হাসিখুশী আর খেলা	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
জনমে জনমে আমি খুঁজেছি তোমায় কতবার	তপন মজুমদার	তপন মজুমদার	চাঁদ হাসলে জোছনা	অ্যালবাম	
জ্বলে চকমকি ঝকমকি চোখাচোখি হলে	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পদচিহ্ন	অপ্রঃ	

জ্বলে যাই গো পুড়ে যাই গো মরমে	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
জ্বলে যায় কালাচাঁদের বিরহে হৃদয়	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
জান না কি তুমি কোথায় আমার নামটি লেখা আছে সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রতিদান		১৯৮৩
জান যদি এ মন কি চায় তবে কেন সরে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	তিন মূর্তি		১৯৮৪
জানা অজানা পথে চলেছি সহঃ কিশোরকুমার	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	ত্রয়ী		১৯৮২
জানি জানি আমি জানি আর তো কেউ	রাহুল দেববর্মণ			পূজা	৮১-৮৪
জানি তোমারই ছোঁয়া ভাল বাসার ফুল	তপন মজুমদার	তপন মজুমদার	চাঁদ হাসলে জোছনা	অ্যালবাম	
জানিনা আজ যে আপন কাল সে কেন পর হয়ে যায়	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমানুষ		১৯৭৫
জানিনা আরও কত বেদনা যে সইব।	মানস চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	????	গাথানী	????
জানিনা কোথায় তুমি হারিয়ে গেছ	রাহুল দেববর্মণ	শচীন ভৌমিক			
জানিনা জানিনা এ কি যে হলো	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	স্বর্ণতৃষা		১৯৯০
জানিনা ফাগুনে না শ্রাবণ মাসে	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রক্তঋণ		১৯৯০
জাফরানী রঙ আকাশে উড়ল তোর বাতাসে	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	প্রহরী		১৯৮২
জীবন এমন তুমি মধুর কেন যে ছিলে	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	উর্বশী		১৯৮৮
জীবন গান গাহি কি যে সুর বুঝি না যে	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী			
জীবনে চলার পথে ভুল করেছিলাম	রাহুল দেববর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	শতরূপা		১৯৮৯
জীবনের সার তুমি প্রভু গো আমার	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	ছোট বউ		১৯৮৮
ঝর ঝর ঝরে ঝিলমিল ঝর্ণা সহঃ অমিতকুমার	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুটি পাতা		১৯৮৩
ঝিলমিল ঝিলমিল তারা ঝিকিমিকি করে				পূজা	
ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম রাত নিঝুম	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
যখন আকাশটা কালো হয়	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	১৯৬৭
যখন তোমার গানের সরগম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রক্সি		১৯৭৭
যদি কানে কানে কিছু বলে বঁধুয়া	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন রহস্য		১৯৭৪
যদি পাওয়া যায় সুইট সিক্সটিন জীবন হবে যে রঙ্গীন সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	অন্ধ বিচার		১৯৯০
যদি সাত রাজার ধন মাণিক	মান্না দে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বাবুমশাই		১৯৭৭
যদি হই চোরকাঁটা ওই শাড়ীর ভাঁজে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমানুষ		১৯৭৫
যা দিয়েছ কোনদিনও দেওয়া যাবে না	বাবুল বসু	মুকুল দত্ত	পাপী		১৯৯০
যাকে ভালবাসি রে শুনে তার বাঁশী রে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			

যাদু যাদু কে বলো দেখবে যাদু	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	চোখের আলোয়		১৯৮৯
যাব কি যাব না ভেবে ভেবে হায়	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
যাবার বেলায় তোমায় আমি কোন বাধা	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	জয় পরাজয়		১৯৮৪
যায় রে যায় রে বেলা যে বয়ে সহঃ রাহুল দেববর্মণ	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
যে গান তোমায় আমি শোনাতে চেয়েছি বারেবার	মান্না দে	আনন্দ মুখোপাধ্যায়		পূজা	১৯৫৯
যে প্রদীপ চিতার থেকে আমি জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছি	রঞ্জিত গোদমার		বন্ধু		১৯৯২
যেখানেই থাকো সুখে থাকো এই তো	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অমর সঙ্গী		১৯৮৭
যেতে যেতে পথে হল দেরী	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
যেতে দাও আমায় ডেকো না	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	১৯৬৯
যেতে পার যাও না যাও তুমি যেতে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
যেতে পারিনি কোথা যে মরেছি শুধুই	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
যোগী যোগী আহারে বাহারে দেখাব	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	উর্বশী		১৯৮৮
যৌবন জ্বালা করে মাতোয়ালা	রূপনারায়ণ গোস্বামী	গৌরীশঙ্কর রায়	আমার পৃথিবী		১৯৮৫
ঠাকুরঝি কেমন তোমার ভাই লিখেছে পূজোর ছুটি নাই	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			১৯৮৮
ডাক পাঠালে কোন সকালে সহঃ রাহুল দেববর্মণ	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
ডাগর চোখে নাগর আমায় মাতাল করেছে	অনিল বাগচী	প্রণব রায়	কবি		১৯৭৫
ডেকে ডেকে কত কথা ছিল যত	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
ডেকে ডেকে চলে গেছি কত দূরে	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	প্রথম কদম ফুল		১৯৭০
ডেকো না আমারে ডেকো না ডেকো না	রবীন্দ্র সঙ্গীত				
ঢলে যেতে যেতে সহঃ কিশোরকুমার	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	লালকুঠী		১৯৭৮
ঢাক গুর গুর ঢাক গুর গুর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	আগমন		১৯৮৮
তারে ভোলানো গেল না কিছুতেই	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত			
ধিনাক তা ধিন ধিনাক তা ধিন ধিনাক	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নিশান		১৯৭৮
তোমরা পয়সা দিয়ে গানকে কেনো	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রতিদান		১৯৮৩
তোমার আমার জীবনবীণা সহঃ অমিতকুমার	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	চন্দন মুখোপাধ্যায়	জয় পরাজয়		১৯৮৪
তোমার পূজার ফুল খুঁজে গেছি আমি	সৈকত মিত্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মিষ্টি মধুর		১৯৯৩
তোমার মনের সুধা আমার পাত্র ভরে	বিনোদ চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র			১৯৫৮
তোমার যে ওই হাতের মালা বেঁধে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
তোমারই চলার পথে দিয়ে যেতে চাই	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	একান্ত আপন		১৯৮৭

তোমারই ঝর্ণাতলার নির্জনে	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
তোল ছিন্নবীণা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	একান্ত আপন		১৯৮৭
তুই যত ফুল দিসনা কিনে বকুল যুঁই।	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	ওগো বধূ সুন্দরী		১৯৮১।
তুমি আছ আমি আছি দুজনে কাছাকাছি	রবীন্দ্র জৈন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পতি পরম গুরু		১৯৯১
তুমি আমার নয়ন গো যে নয়নে দেখি সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	নয়নমণি		১৯৮৯
তুমি আমার নয়ন গো যে নয়নে দেখি	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	নয়নমণি		১৯৮৯
তুমি আমার পাশে থেক এমনি চিরদিন সহঃ ইন্দ্রজিৎ গাঙ্গুলী	অশোক ভদ্র	অশোক ভদ্র	মাতৃতীর্থ		১৯৯১
তুমি আমারই গো সহঃ মান্না দে	বেদ পাল	তেজোময় গুহ	সরি ম্যাডাম		১৯৬২
তুমি এমন করে তাকিও না আমি লজ্জায় মরে যাই সহঃ অমিতকুমার	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	লড়াই		১৯৯০
তুমি এলে অনুপমা সহঃ সৈকত মিত্র	রাহুলদেব বর্মণ	শচীন ভৌমিক	পুরুষোত্তম		১৯৯২
তুমি কেন এলে না আগে আমার এ জীবনে	বাপী লাহিড়ী	গৌতম-সুস্মিত	তুমি কেন এলেনা	অপ্রঃ	
তুমি কোন কাননের ফুল	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
তুমি কত যে দূরে	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	
তুমি ছাড়া কেউ আসবে না জীবনে	তপন মজুমদার	তপন মজুমদার	চাঁদ হাসলে জোছনা	অ্যালবাম	
তুমি তো আমাকে চেন না চেন না	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মানদণ্ড		১৯৮৯
তুমি নেই কাছে নেই তবু এই মনে আছো	বাপী লাহিড়ী	শুভ দাশগুপ্ত	তুমি কেন এলেনা	অপ্রঃ	
তুমি যাবে গো চলে যাবে গো	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
তুমি যে আমার এ কথাটি বলি যতবার	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিমান		১৯৮৬
তুমি যেমন আমার আমি কি তেমন তোমার	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মিলন তিথি		১৯৮৫
তুমি রাজার কুমার আজ দুয়ারে আমার	রাহুল দেববর্মণ, বুদ্ধদেব গাঙ্গুলী	ভবেশ কুণ্ডু	আসল নকল		১৯৯৮
তুমি শুধু আমার আমি শুধু তোমার সহঃ ভূপিন্দর	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সুখের কাছে		অপ্রঃ
তুমি সূর্য তুমি চন্দ্র	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বাবা তারকনাথ		১৯৭৭
থুইলাম রে মন পদ্মপাতায় ধুইলাম	নচিকেতা ঘোষ	মুকুল দত্ত		পূজা	১৯৬৩
দারোগা ও দারোগা আমার এই	কানু ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্দিনী		১৯৮৯
দিতে পারি এ জীবন	রাহুল দেববর্মণ	শচীন ভৌমিক	পুরুষোত্তম		১৯৯২
দিনগুলো ভোলা গেল না আছো এখনো	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
দীপ জ্বেলে ওই তারা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মন নিয়ে		১৯৬৯
দুনিয়ার এই মেহফিলে	বাপী লাহিড়ী	মুকুল দত্ত	মহারুদ্র		১৯৮৫

দুর্গে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী সহঃ কোরাস	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি	নজরুলগীতি				
দূরে কেন আয় না কাছে নাগর তুমি	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মন ময়ূরী		১৯৯০
দেখ গো এনেছি টাঙ্গাইল শাড়ী					
দেখ নাচ দেখ দেখ দেখ বাঁদরী নাচে	বাবলু সমাদ্দার	অঞ্জন চৌধুরী	অভাগিনী		১৯৯১
দেব না তোমায় চলে যেতে এত ভালবাসা দিয়ে সহঃ মহঃ আজিজ	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	প্রেম পূজারী		১৯৯১
দেব মন দেব প্রাণ আয় রে আয় কাছে	সুধাংশু সেন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অন্তর বাহির		১৯৯৫
দেয়া নেয়া মন তোমার সাথে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আক্রোশ		১৯৮৯
ধর ধর ধর করে যায় ফুলের যৌবন	বাপী লাহিড়ী	মুকুল দত্ত	প্রতীক		১৯৮৮
ধারালো ঝক ঝক	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ফরিয়াদ		১৯৭১
ধিনিক তা তা ঢোলক বাজে নাচবি আয় সহঃ শ্যামল মিত্র	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকন্যা		১৯৬৫
ধিন তা ধিন তা তেরে তেরে না	বীরেশ্বর সরকার	প্রোঃ আর এন দুবে	রাজনর্তকী		১৯৯০
ধীরে ধীরে আসে হাওয়া ধীর ধীরে সহঃ কাকলি ভট্টাচার্য	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আগুন		১৯৮৮
ধূসর গোধূলি এ রঙ সব আলো নিভে	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ধূসর গোধূলি		১৯৯৪
নতুন নামেতে তুমি ডাকলে সহঃ কুমার শানু	স্বপন চক্রবর্তী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সর্বজয়া		১৯৯৭
নবল কিশোর শ্যামসুন্দর	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অজস্র ধন্যবাদ		১৯৭৭
নয়নে স্বপ্ন আজকে সন্ধ্যায় সহঃ শৈলেন্দ্র সিংহ	রাহুল দেববর্মণ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আক্রোশ		১৯৮৯
নয়নের মণি তুই যশোদাদুলাল সহঃ শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	আগমন		১৯৮৮
নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল	নজরুলগীতি				
না এখনই নয় যাবে যদি যেও কিছু পরে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			১৯৭৫
না ডেকো না ডেকো না গো মোরে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
না থাক না থাক না থাক	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	মহাশয়		
না না অমন করে দাগা দিয়ে সরে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমানুষ		১৯৭৫
না না না না আজ কোন কথা বল মানা সহঃ অমিতকুমার	অর্ণব চট্টোপাধ্যায়	রঙ্গন চক্রবর্তী	অমর কাহিনী		১৯৯৩
না না না কাছে এস না সহঃ এস পি বালসুব্রহ্মণ্যম	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	একান্ত আপন		১৯৮৭
না না না না পারব না কথা দিতে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
না বলো না মন কাছে চায় শুধু	সমীর মুখোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বুকভরা ভালবাসা		২০০১
নাগর আমার কাঁচা পীরিত	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্যায় অবিচার		১৯৭৫

নাচ আছে গান আছে	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ফরিয়াদ		১৯৭১
নাচ নাচ মন মন ভরে নাচ	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সেলাম মেমসাহেব		১৯৭৫
নাচ ময়ূরী নাচ রে রুমঝুমাঝুম নাচ রে					
নানা দিকে চেয়ে দেখি নানা উপহার	বাপী লাহিড়ী	ভবেশ কুণ্ডু	অগ্নিতৃষ্ণা		১৯৮৯
নিজের দিকে চাইতে পারি না যে	সুমিত্রা লাহিড়ী	মুকুল দত্ত	ভাগ্যলিপি		১৯৯০
নেই সত্যি বলে কিছু নেই	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন		১৯৭৩
নেই সেই পূর্ণিমা রাত আশা নেই	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকন্যা		১৯৬৫
নেশা নেশা আগুন আগুন জান কি নেশা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আগুন		১৯৮৮
নেশা তুমি যতই কর নেশা তবু	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
পরদেশী জানি না আমার কি হলো সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	অজানা পথ		১৯৯৪
পা ভাঙেনি মন ভেঙেছে এখন কি যে	রাহুল দেববর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	বউরাণী		১৯৯১
পাগলা গারদ কোথায় আছে নেই কি সহঃ মান্না দে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	মৌচাক		১৯৭৫
পাগলা ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি এলোমেলো সহঃ বিনোদ রাঠোর	বাবুল বসু	গৌতম-সুস্মিত	রাজদ্রোহী		২০০৯
পাতা কেটে চুল বেঁধে কে টায়রা পরেছে	উত্তমকুমার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	কাল তুমি আলেয়া		১৯৬৬
পাথরের বুকে দাগ মুছে যেতে পারে	বাবুল বসু	মুকুল দত্ত	দেবদাস		২০০২
পালিয়ে যেতে চাই (কোরাস)	রাহুলদেব বর্মণ	??????		অ্যালবাম	
পাহাড়ের জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘ থাকে	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আশা ও ভালবাসা		১৯৮৯
পীরিতের আঁঠা নাকি লাগলে ছাড়ে না	বাপী লাহিড়ী	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	তুমি কেন এলেনা	অপ্রঃ	
পেয়ালা নাও ভরে নাও (শাম্মা যে -)	রবীন্দ্র জৈন	ভবেশ কুণ্ডু	অনন্যা		১৯৯২
পোড়া বাঁশী শুনলে এ মন	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			১৯৭১
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক ট্যাক্সি চড়ে নয়	গৌতম মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অগ্নিসাক্ষী		১৯৯১
প্রথম দেখার সেই দিন নাকি আজও	মানস মুখোপাধ্যায়	লক্ষ্মীকান্ত রায়	বান্ধবী		১৯৮৯
প্রাণ আজ গান গেয়ে রসে ডুবে যায় সহঃ অমিতকুমার	বাপী লাহিড়ী	ভবেশ কুণ্ডু	মঙ্গলদীপ		১৯৮৯
প্রেম কথাটাই ছোট অক্ষর তার দুটো	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অজস্র ধন্যবাদ		১৯৭৭
প্রেম কিসে হয় তা কেউ কি জানে	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	দুজনে		১৯৮৪
প্রেম তুমি হয়ো না নিঠুর বিদায় চেয়ে	জয়দেব সেন	শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	জেহাদ		২০০৩
প্রেমের পিপাসা নিয়া ছাড়িলাম কুল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	আগমন		১৯৮৮
ফিরে এস অনুরাধা ফেলে দিয়ে সব	রাহুল দেববর্মণ	শচীন ভৌমিক			

ফিরে এলাম দূরে গিয়ে।	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
ফুলকলি রে ফুলকলি সহঃ কিশোরকুমার	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুসন্ধান		১৯৮১
ফুল কেন লাল হয় সে কি জানা যায়	বাপী লাহিড়ী	ভবেশ কুণ্ডু	গুরুদক্ষিণা		১৯৮৭
ফুল ফুটে ঝরে যায় গন্ধ তার ফেলে	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরালে		১৯৮৫
ফুলে গন্ধ নেই সে তো ভাবতেও পারিনা	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
ফুলদানীতে ফুল রয়েছে পেয়ালাতে	কানু ভট্টাচার্য	শঙ্কর ঘোষ	দোলনচাঁপা		১৯৮৭
বউ কথা কও ডাকিস কেন কোয়েল	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
বকুল বনের কথা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	পাড়ি		১৯৬৬
বন্ধ দ্বারের অন্ধকারে থাকব না সহঃ কিশোরকুমার	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৬৭
বন্ধ মনের দুয়ার দিয়েছি	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মোহনার দিকে		১৯৮৪
ববম ববম বম ভোলে শিবশঙ্কর ভোলে	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	দম্পতি		১৯৭৬
বড় আশা করে এসেছিনু কাছে ডেকে নাও	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
বল তো কি করে ঘর বাঁধা যায় সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	দুজনে		১৯৮৪
বল বল তুমি মোরে ভালবাসা কাকে বলে সহঃ শৈলেন্দ্র সিং	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	আগুন		১৯৮৮
বলে বলুক কলঙ্কিনী আমায় লোকে	মানস মুখোপাধ্যায়	লক্ষ্মীকান্ত রায়	বান্ধবী		১৯৮৯
বহু আশা নিয়ে ভালবাসা দিয়ে সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	শতরূপা		১৯৮৯
বাজে ঢোল তাক ধিনা ধিন সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আক্রোশ		১৯৮৯
বাজলো রে ঘুঙরু, তালের সাড়া পাই	রাহুল দেববর্মণ	সুজিত গুহ	ঝঙ্কার		১৯৮৯
বাজে গুরু গুরু মাদল মেঘের নাচবে	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
বাবার কথাতে বিয়ে করেছ ও দাদা	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	শ্বেত পাথরের থালা		১৯৯২
বাসর জাগার পালা সবাই মিলে করব	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	এখানে আমার স্বর্গ		১৯৯০
বাঁশরী বাজো না বাজো সুরশৃঙ্গার	বীরেশ্বর সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রাজনর্তকী		১৯৯০
বাঁশী ডাকলে হায় ঘরে কি থাকা যায়	বাপী লাহিড়ী	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	তুমি কেন এলেনা		১৯৮৬
বাঁশী শুনে কি ঘরে থাকা যায়	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
বেশ করেছি প্রেম করেছি করবই তো	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	মৌচাক		১৯৭৪
বৃষ্টি থামার শেষে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পারাবত প্রিয়া		১৯৮৪
বিধি তোর খেলা সহঃ মান্না দে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	আগমন		১৯৮৮
বুকে আসে মুখে কেন আসে না	সোমদেব কশ্যপ	মুকুল দত্ত	কালকূট		১৯৮১

বেশী কি বলি যখন বলি তুমি আমার সব সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আশা ও ভালবাসা		১৯৮৯
বোবা বলে দুঃখ কেন নিজে ঠাকুর	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বাবা তারকনাথ		১৯৭৭
ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান	নজরুলগীতি				
ভাবিনি কোনদিন এভাবে যে যাবে তুমি	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
ভাল যদি লাগে তো বললেই হয় সহঃ মান্না দে	নচিকেতা ঘোষ	প্রণব রায়	আলোর ঠিকানা		১৯৭৪
ভাল লাগা ভাল বাসা চুপি চুপি শুরু হয় সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	তুমি কেন এলেনা	অপ্রঃ	
ভাল লাগা ভাল বাসা চুপি চুপি শুরু হয়	বাপী লাহিড়ী	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	তুমি কেন এলেনা	অপ্রঃ	
ভাল লাগে আজ এই দুনয়ন ভরে যা	বীরেশ্বর সরকার	সুনীল ভট্টাচার্য	রাজনর্তকী		১৯৯০
ভালবাসা কথা বলে ডাকে যদি কোন ছলে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়			
ভালবাসা ছাড়া আর আছে কি	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পাপপুণ্য		১৯৮৭
ভালবাসা দিলে বলে	অজয় দাস		লালমহল		১৯৮৬
ভালবাসা যদি ফুলদানী হয় আমরা দুজন ফুল সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	অহঙ্কার		১৯৯১
ভালবাসার এই কি খাজনা সহঃ মান্না দে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	আগমন		১৯৮৮
ভালবাসার দোষটি কোথায় সহঃ বাপী লাহিড়ী	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সুরের ভুবনে		১৯৯২
(আমায়) ভালবেসে ডেকেই দেখ না	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আনন্দ আশ্রম		১৯৭৭
ভালবেসে দিগন্ত দিয়েছ সহঃ হেমন্ত	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মন নিয়ে		১৯৬৯
ভুলি কেমনে আজও যে মনে বেদনা	নজরুলগীতি				
ভেঙে যায় মন ভেঙে যায় তোমার	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
ভেব না ভয় পেয়েছি জেনে শুনে প্রেম করেছি সহঃ অমিতকুমার	কানু ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্দিনী		১৯৮৯
ভেবেছি ভুলে যাব পারি না যে ভুলিতে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
মাছের কাঁটা খোঁপার কাঁটা	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	
মধুবনে বাঁশী বাজে	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	মেঘ কালো		১৯৭০
মন নিয়ে কি মরব না কি শেষে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	বাঘিনী		১৯৬৮
মন নিয়ে সবাই আসে আমারই আসরে	বাবুল বসু	মুকুল দত্ত	দেবদাস		২০০২
মন বলছে কেউ আসবে কিছু বলবে	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	আপন আমার আপন		১৯৯০
মন মেতেছে মন ময়ূরীর এ খেলায়	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	পিকনিক		১৯৭২
মনটা আমার হারিয়ে গেছে (বিজয়েতা পণ্ডিত?)	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অমর সঙ্গী		১৯৮৭

মনটা আমার হারিয়ে গেল এই সাগরের সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	অহঙ্কার		১৯৯১
মনটা যদি না থাকত আমার কিছুই মনে থাকত না	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুটি পাতা		১৯৮৩
মনে না রঙ লাগলে সহঃ কিশোরকুমার	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বন্দী		১৯৭৮
মনে পড়ে রুবি রায়	রাহুল দেববর্মণ	শচীন ভৌমিক			
মনে হয় তুমি আর তুমি নও সহঃ কুমার শানু	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	শেষ চিঠি		১৯৯৩
মনেতে আগুন জ্বলে লোকে কত কথা	তন্ময় চট্টোপাধ্যায়	তন্ময় চট্টোপাধ্যায়	মায়াবিনী		১৯৯২
মনের কলসী পরের ঘাটে ভরতে	সোমদেব কশ্যপ	মুকুল দত্ত	কালকূট		১৯৮১
মনের মানুষ খুঁজতে এসে লোকে বুঝি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অদ্বিতীয়া		১৯৬৮
মনের নাম মধুমতী চোখের নাম আয়না	নচিকেতা ঘোষ	মুকুল দত্ত		পূজা	১৯৬৩
মনের বাসা ভেঙে গেছে আমার কোন	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত		অ্যালবাম	
মনের ময়ূর মেলেছে পাখা ঘনালো	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	সুরের আকাশে		১৯৮৮
মনের মানুষ ফিরল ঘরে	উত্তমকুমার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	কাল তুমি আলেয়া		১৯৬৬
মহুয়ায় জমেছে আজ মৌ গো	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			১৯৭৪
ময়না বলো তুমি কৃষ্ণ রাধে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
মরি মরি আহারে ডাকে পিউ কাঁহারে	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পদচিহ্ন	অপ্রঃ	
মাছের কাঁটা খোঁপার কাঁটা	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
মাথায় তুলে দিলাম আমি রঙীন আঁচল	বাবুল বসু	মুকুল দত্ত	পাপী		১৯৯০
মানা করলে কি হায় শোনে কথা লোক	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
মানা করে দে সজনী কদমতলায়	অনিল বাগচী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি		১৯৭৫
মানুষ চিনতে ভুল করেছ আসল মানুষ	অজয় দাস	সুনীলবরণ	মশাল		১৯৯৫
মেঘ মেখলায় জরির কারুকাজ	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	লাল মহল		১৯৮৬
মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে	নজরুলগীতি				
মেঘে রোদে মিলে মিশে আলো ছায়া	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	রবীন্দ্রসঙ্গীত		কুহেলী		১৯৭১
মেহেদীর রঙ মাখানো এ হাত ধরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়			
মৌমাছি করে কেন গুনগুন কেউ জানে না সহঃ অমিতকুমার	রাহুল দেববর্মণ	ভবেশ কুণ্ডু	অহঙ্কার		১৯৯১
রাত এখনও অনেক বাকী	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	জীবন সৈকতে		১৯৭২
রাত দুপুরে কোথায় যাবে একটু আরো	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার			
রাত যে মধুমতী	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	মেঘ কালো		১৯৭০
রামধনু রঙ নিয়ে আমি খেলাঘর	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মোহনার দিকে		১৯৮৪

রাস্তা আঁকাবাঁকা ঠাণ্ডা ছায়া ঢাকা সহঃ অমিতকুমার?	গৌতম মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অগ্নিসাক্ষী		১৯৯১
রিম ঝিম নেশা ধরে রক্তে রক্তে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রণয় পাশা		১৯৭৮
রিম ঝিম বৃষ্টি অঝোর ধারায় ঝরে বৃষ্টি	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
রিমি ঝিমি এ শ্রাবণে কালো মেঘে ভরা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
রুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম খেজুর	নজরুলগীতি				
রূপসী বলো না কে বেশী মায়াবী ওই	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
রূপের এই যাদু দিয়ে কখনও কাছে	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমরকণ্টক		১৯৮৬
রূপোলী রূপসী এই রাতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রণয় পাশা		১৯৭৮
লক্ষ্মীটি দোহাই তোমার আঁচল টেনে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	
লুকাব প্রেম কি করে আগুন মনে	রাহুল দেববর্মণ	প্রিয় চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চমী সুরে	অ্যালবাম	১৯৯৪
লুকিয়ে লুকিয়ে কতবার আসা যায় সহঃ মহঃ আজিজ	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	লড়াই		১৯৯০
লোকসান হয়ে গেল (পরদেশিয়া)	রাহুল দেববর্মণ				
শুরু না হতেই কেন স্বপ্ন শেষ	মুকুল রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কায়াহীনের কাহিনী		১৯৭৩
শোন এই তো সময় তুমি কাছে বস সহঃ রাহুলদেব বর্মণ	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
শোন মন বলি তোমায় সব কর	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
শোন শোন আজ কেন মন করে গুন গুন সহঃ মহঃ আজিজ	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	ছোট বউ		১৯৮৮
শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে আমার অনেক দূরে	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	সর্বজয়া		১৯৯৭
শ্যাম ঘনশ্যাম তুমি দুঃখভঞ্জন	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আগুন		১৯৮৮
সওদা করো রে ও বাবু সওদা করো	অরুণ-রবীন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ওরা চারজন		১৯৮৮
সরমের ওড়না ছিঁড়ে পায়ে নূপুর বাঁধতে	বাবুল বসু	মুকুল দত্ত	দেবদাস		২০০২
সলমা জরির ঝলক তুলে ঘুর্ণি হয়ে	মান্না দে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রেয়সী		১৯৮২
সঁইয়া যা রে যা	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	অভিশপ্ত চম্বল		১৯৬৭
সন্ধ্যা বেলায় তুমি আমি বসে আছি দুজনে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী			
সহে না যাতনা	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
সাগর ডাকে আয় আয়	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	জীবন সৈকতে		১৯৭২
সাজেনা তোমায় ভালবেসে ভুলে যাওয়া	বাসুদেব চক্রবর্তী	মুকুল দত্ত	প্রার্থনা		১৯৮৪
সারা শহর জানে তোমার আমার প্রেমের কথা	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	মা		১৯৯২
সুখের সে দিনগুলো কোথায় হারালো	কানু ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়			১৯৯১
সুখেরই প্লাবনে আমার মন করেছে হরণ	জয়দেব সেন	জয়দেব সেন	জেহাদ		২০০৩
সুতপা আই লাভ ইউ সহঃ অমিতকুমার	কানু ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্দিনী		১৯৮৯
সুরের সাগর হয়ে তুমি এলে সুরহীন	তপন মজুমদার	তপন মজুমদার	চাঁদ হাসলে	অ্যালবাম	

তুমি বিনা জীবন আমার			জোছনা		
সুরের সাগর হয়ে এসেছিলে (২)	তপন মজুমদার	তপন মজুমদার	ঐ	অ্যালবাম	
সে যে আমার কালো কালোই আমার ভাল	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
সোহানী রাত ফিরে পাবে কি ও বাবুজী সহঃ শ্যামল মিত্র	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
স্বপ্ন আমার সত্যি হলো স্বর্গকে ফিরে পেয়ে			আশা		
স্বপ্ন কবে সত্যি হবে এই জীবনে অনুভবে সহঃ সুদেশ ভোঁসলে	বাপী লাহিড়ী	গৌতম-সুস্মিত	তুমি কেন এলেনা	অপ্রঃ	
স্বপ্নে আমার মনে হলো	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
হঠাৎ আমার এ কি হল সকল কিছুই	সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়			
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে সহঃ বাপী লাহিড়ী ও কোরাস	বাপী লাহিড়ী	মুকুল দত্ত	প্রতীক		১৯৮৮
হয়ত এভাবে কেটে যেত এ জীবন যদি	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে কুড়াই ঝরা	নজরুলগীতি				
হাট বসেছে শুক্রবারে চল কে যাবি চল	বাবুল বসু	শ্যামল সেনগুপ্ত	মনে রেখ	অ্যালবাম	২০০৯
হায় গো আমার মন মানে না	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী		পূজা	১৯৬৯
হায় রে কালা একি জ্বালা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	একান্ত আপন		১৯৮৭
হে কৃষ্ণ কোথায়	দিলীপ রায়	প্রবীর দত্ত	মহাবীর কৃষ্ণ		১৯৯৭

।